একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন

কিভাবে অক্রুর হস্তিনাপুর গমন করলেন, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতুষ্পুত্র, পাণ্ডবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অনৈতিক ব্যবহার লক্ষ্য করলেন এবং পরে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অক্রুর হস্তিনাপুর গমন করেন, যেখানে তিনি কৌরব ও পাণ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হন এবং তারপর পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন, তা অবগত হওয়ার জন্য উদ্যোগী হন। এই কাজে অক্রূরকে কয়েকমাস হস্তিনাপুরে থাকতে হয়েছিল।

কিভাবে পাণ্ডবদের সমুন্নত গুণাবলীর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষাপরায়ণ পুত্ররা বিভিন্ন অসৎ উপায়ে তাঁদের বিনাশ করার চেষ্টা করেছিল এবং আরও অত্যাচারের চিন্তা করছিল, বিদুর ও কুন্তীদেবী অক্রূরকে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে, কুন্তীদেবী অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমার পিতা-মাতা, কৃষ্ণ ও বলরাম ও অন্যান্য স্বজনবর্গ কখনও কি আমার ও আমার পুত্রদের কথা ভাবেন, এবং আমার দুঃখের সময় কৃষ্ণ কখনও আমাদের সান্ত্বনা দিতে আসবেন কি?" এরপর কুন্তীদেবী তাঁর সুরক্ষার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করতে লাগলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে শরণাগতি প্রার্থনা করে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। কুন্তীদেবীকে আশ্বস্ত করে অক্রুর বললেন, "যেহেতু আপনার পুত্ররা ধর্ম ও বায়ুর মতো দেবতাদের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে, তাই এমন আশা করার কোন কারণ নেই যে, কোন দুর্ভাগ্য তাদের উপর নেমে আসবে। বরং, আপনার দৃঢ়রূপে নিশ্চিত থাকা উচিত যে, অতি শীঘ্রই তারা যথাসম্ভব মহা সৌভাগ্য লাভ করবে।"

অক্রুর অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে কৃষ্ণ ও বলরামের বার্তা নিবেদন করলেন। অক্রুর রাজাকে বললেন, "পাণ্ডুর মৃত্যুর পর আপনি এই রাজসিংহাসন গ্রহণ করেছেন। সকলকে সমভাবে দর্শনের মাধ্যমে রাজার যা ধর্মসুলভ কর্তব্য, সেইভাবে আপনার প্রজাদের ও সকল আত্মীয়স্বজনকে রক্ষা করা উচিত। এমনই ন্যায্য আচরণের দ্বারা আপনি যশ ও সৌভাগ্য লাভ করবেন। কিন্তু আপনি যদি এই আচরণের অন্যথা করেন, তবে আপনি এই জীবনে কেবল অপযশই লাভ করবেন এবং পরবর্তী জীবনে দণ্ডস্বরূপ নরক প্রাপ্ত হবেন। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে এবং একাকীই তার জীবন পরিত্যাগ করে। তার পুণ্য ও পাপের ফল সে একাকীই ভোগ করে। কেউ যদি তার নিজের প্রকৃত আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ

হয়, এবং তার পরিবর্তে বংশধরদের অসৎ কর্মে প্রশ্রয় দানের মাধ্যমে তাদের পালন করে, তবে অবশ্যই সে নরকে যাবে। তাই ঘুমন্ত মানুষের স্বপ্ন, জাদুকরের ইন্দ্রজাল বা অস্থিরচিত্তের কল্পনার মতোই এই জড় জীবনের অস্থিরতাকে বোঝবার মতো শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং শান্ত ও সমদর্শী থাকার জন্য মনকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।"

এর উত্তরে, ধৃতরাষ্ট্র বললেন, "হে অক্রূর, মধুর অমৃতসম তোমার মঙ্গলপ্রদ বাক্যগুলি আমি আর শুনতে পারি না। কারণ, আমার পুত্রদের জন্য প্রীতি-ভালবাসার দৃঢ় বন্ধন আমাকে তাদের প্রতি স্নেহাসক্ত করেছে; তাই তোমার কথায় আমার মন স্থির হতে পারছে না। ভগবানের আয়োজন কেউই পরিবর্তন করতে পারে না; যদুবংশে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে।"

এভাবে ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব অবগত হয়ে, অক্রূর তাঁর প্রিয় আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সেখানে তিনি কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে সমস্ত কিছু বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১-২

শ্রীশুক উবাচ

স গত্বা হাস্তিনপুরং পৌরবেন্দ্রযশোঽঙ্কিতম্ ।
দদর্শ তত্রাম্বিকেয়ং সভীষ্মং বিদুরং পৃথাম্ ॥ ১ ॥
সহপুত্রং চ বাহ্লীকং ভারদ্বাজং সগৌতমম্ ।
কর্ণং সুযোধনং দ্রৌণিং পাণ্ডবান্ সুহৃদোঽপরান্ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **সঃ**—তিনি (অক্রূর); **গত্বা**—গমন করে; **হাস্তিন-পুরম্**—হস্তিনাপুরে; **পৌরব-ইন্দ্র**—পূরু বংশের রাজাগণের; **যশঃ**—কীর্তি দ্বারা; **অঙ্কিতম্**—শোভিত; **দদর্শ**—তিনি দর্শন করলেন; **তত্র**—সেখানে; **আম্বিকেয়ম্**—অম্বিকা-পুত্র (ধৃতরাষ্ট্র); **স**—সহ একত্রে; **ভীষ্মম্**—ভীষ্ম; **বিদুরম্**—বিদুর; **পৃথাম্**—পৃথা (কুন্তী, রাজা পাণ্ডুর বিধবা); **সহ-পুত্রম্**—তাঁর পুত্রসহ (সোমদত্ত); **চ**—এবং; **বাহ্লীকম্**—মহারাজ বাহ্লীক; **ভারদ্বাজম্**—দ্রোণ; **স**—এবং ; **গৌতমম্**—কৃপ; **কর্ণম্**—কর্ণ; **সুযোধনম্**—দুর্যোধন; **দ্রৌণিম্**—দ্রোণ পুত্র (অশ্বত্থামা); **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্ররা; **সুহৃদঃ**—সুহৃদগণ; **অপরান্**—অন্যান্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—পৌরব রাজগণের কীর্তি দ্বারা প্রসিদ্ধ নগরী হস্তিনাপুরে অক্রূর গমন করলেন। সেখানে তিনি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর এবং বাহ্লীক ও তাঁর

পুত্র সোমদত্ত সহ কুন্তীকে দর্শন করলেন। তিনি দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, কর্ণ, দুর্যোধন, অশ্বত্থামা, পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সুহৃদগণকেও দর্শন করলেন।

শ্লোক ৩

যথাবদুপসঙ্গম্য বন্ধুভির্গান্দিনীসুতঃ ।
সম্পৃষ্টস্তৈঃ সুহৃদ্বার্তাং স্বয়ং চাপৃচ্ছদব্যয়ম্ ॥ ৩ ॥

যথা-বৎ—যথা নিয়মে; উপসঙ্গম্য—মিলিত হয়ে; বন্ধুভিঃ—তার আত্মীয় ও বন্ধুগণের সঙ্গে; গান্দিনী-সুতঃ—অক্রূর, গান্দিনী পুত্র; সম্পৃষ্টঃ—জিজ্ঞাসিত হলেন; তৈঃ—তাঁদের দ্বারা; সুহৃৎ—তাঁদের প্রিয়জনের; বার্তাম্—বার্তা; স্বয়ম্—স্বয়ং; চ—ও; অপৃচ্ছৎ—প্রশ্ন করলেন; অব্যয়ম্—তাঁদের কুশল সম্বন্ধে।

অনুবাদ

গান্দিনীনন্দন অক্রূর যথা নিয়মে তাঁর সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণকে অভিনন্দিত করার পর, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সংবাদ তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং তিনিও তাঁদের কুশল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্লোক ৪

উবাস কতিচিন্মাসান্ রাজ্ঞো বৃত্তবিবিৎসয়া ।
দুষ্প্রজস্যাল্পসারস্য খলচ্ছন্দানুবর্তিনঃ ॥ ৪ ॥

উবাস—বাস করেছিলেন; কতিচিৎ—কয়েক; মাসান্—মাস; রাজ্ঞঃ—রাজার (ধৃতরাষ্ট্র); বৃত্ত—ব্যবহার; বিবিৎসয়া—অবগত হওয়ার ইচ্ছায়; দুষ্প্রজস্য—যার পুত্ররা ছিল অসৎ; অল্প—দুর্বল; সারস্য—ধৃতি; খল—খল ব্যক্তির (যেমন কর্ণ); ছন্দ—ইচ্ছাসমূহ; অনুবর্তিনঃ—অনুসরণ করার প্রবণতা।

অনুবাদ

দুষ্টকর্মা পুত্রাদির পিতা এবং খলধর্মী মানুষদের ইচ্ছাধীন দুর্বলমতি রাজার আচার-আচরণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে তিনি হস্তিনাপুরে কয়েকমাস থাকলেন।

শ্লোক ৫-৬

তেজ ওজোবলং বীর্যং প্রশ্রয়াদীংশ্চ সদ্গুণান্ ।
প্রজানুরাগং পার্থেষু ন সহদ্ভিশ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৫ ॥
কৃতং চ ধার্তরাষ্ট্রৈর্যদ্ গরদানাদ্যপেশলম্ ।
আচখ্যৌ সর্বমেবাস্মৈ পৃথা বিদুর এব চ ॥ ৬ ॥

তেজঃ—প্রভাব; ওজঃ—দক্ষতা; বলম্—বল; বীর্যম্—সাহস; প্রশ্রয়—বিনয়; আদীন্—প্রভৃতি; চ—এবং; সৎ—চমৎকার; গুণান্—গুণাবলী; প্রজা—প্রজাদের; অনুরাগম্—পরম অনুরাগ; পার্থেষু—পৃথার পুত্রদের জন্য; ন সহন্তিঃ—সহ্য করতে না পেরে; চিকীর্ষিতম্—যে সকল ব্যবহার; কৃতম্—করেছিল; চ—ও; ধার্তরাষ্ট্রৈঃ—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা; যৎ—যেমন; গর—বিষ; দান—প্রদান; আদি—প্রভৃতি; অপেশলম্—অশোভন; আচখ্যৌ—বললেন; সর্বম্—সমস্ত কিছু; এব—বস্তুত; অস্মৈ—তাঁকে (অক্রূরকে); পৃথা—কুন্তী; বিদুরঃ—বিদুর; এব চ—উভয়ে।

অনুবাদ

কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে সবিস্তারে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অসৎ উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন—যারা কুন্তীপুত্রদের মহৎ গুণসমূহ—যেমন, তাদের দৃঢ় প্রভাব, সামরিক দক্ষতা, শারীরিক বল, সাহস ও বিনয়—অথবা তাদের জন্য প্রজাদের গভীর অনুরাগ—সহ্য করতে পারত না। কিভাবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা পাণ্ডবদের বিষ প্রদানের চেষ্টা করেছিল এবং ঐ ধরনের অন্যান্য ষড়যন্ত্র করেছিল, কুন্তী ও বিদুর অক্রূরকে তাও বলেছিলেন।

শ্লোক ৭

পৃথা তু ভ্রাতরং প্রাপ্তমক্রূরমুপসৃত্য তম্ ।
উবাচ জন্মনিলয়ং স্মরন্ত্যশ্রুকলেক্ষণা ॥ ৭ ॥

পৃথা—কুন্তী; তু—এবং; ভ্রাতরম্—তাঁর ভ্রাতা (আরও সঠিকভাবে বৃষ্ণির পৌত্র, তাঁর নিজের এবং বসুদেবের দশম-ক্রম পূর্বপুরুষ); প্রাপ্তম্—প্রাপ্ত; অক্রূরম্—অক্রূর; উপসৃত্য—সমীপে উপস্থিত হয়ে; তম্—তাঁর; উবাচ—তিনি বললেন; জন্ম—তাঁর জন্মের; নিলয়ম্—বাসভূমি (মথুরা); স্মরন্তি—স্মরণ করে; অশ্রু—অশ্রু যুক্ত; কলা—ঈষৎ; ঈক্ষণা—যাঁর দু'নয়ন।

অনুবাদ

কুন্তীদেবী তাঁর ভ্রাতার আগমনের সুযোগ গ্রহণ করে, সঙ্গোপনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর জন্মস্থানকে স্মরণ করে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি বললেন।

শ্লোক ৮

অপি স্মরন্তি নঃ সৌম্য পিতরৌ ভ্রাতরশ্চ মে ।
ভগিন্যৌ ভ্রাতৃপুত্রাশ্চ জাময়ঃ সখ্য এব চ ॥ ৮ ॥

অপি—কি; **স্মরন্তি**—তাঁরা স্মরণ করেন; **নঃ**—আমাদের; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **পিতরৌ**—পিতা-মাতা; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **চ**—এবং; **মে**—আমার; **ভগিন্যৌ**—ভগিনীগণ; **ভ্রাতৃ-পুত্রাঃ**—ভ্রাতার পুত্ররা; **চ**—এবং; **জাময়ঃ**—কুলস্ত্রীগণ; **সখ্যঃ**—সখীগণ; **এব চ**—ও।

অনুবাদ

[রাণী কুন্তী বললেন—] হে সৌম্য, আমার পিতা-মাতা, ভ্রাতাগণ, ভগিনীগণ, ভ্রাতুষ্পুত্ররা, কুলস্ত্রীগণ ও সখীগণ আমাদের কি এখনও স্মরণ করেন?

শ্লোক ৯

ভ্রাত্রেয়ো ভগবান্ কৃষ্ণঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।
পৈতৃষ্বস্রেয়ান্ স্মরতি রামশ্চাম্বুরুহেক্ষণঃ ॥ ৯ ॥

ভ্রাত্রেয়ঃ—ভ্রাতার পুত্র; **ভগবান্**—ভগবান; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণ; **শরণ্যঃ**—আশ্রয় প্রদাতা; **ভক্ত**—তাঁর ভক্তগণের; **বৎসলঃ**—অনুকম্পাপ্রবণ; **পৈতৃ-ষ্বস্রেয়ান্**—তাঁর পিসীর পুত্রদের; **স্মরতি**—স্মরণ করে; **রামঃ**—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অম্বুরুহ**—কমলদল সদৃশ; **ঈক্ষণঃ**—নয়ন যাঁর।

অনুবাদ

আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর ভক্তগণের করুণাময় আশ্রয় স্বরূপ, তিনি এখনও তাঁর পিসীর পুত্রদের স্মরণ করেন কি? আর কমলনয়ন বলরামও কি তাদের স্মরণ করেন?

শ্লোক ১০

সপত্নমধ্যে শোচন্তীং বৃকানাং হরিণীমিব।
সান্ত্বয়িষ্যতি মাং বাক্যৈঃ পিতৃহীনাংশ্চ বালকান্ ॥ ১০ ॥

সপত্ন—শত্রুগণের; **মধ্যে**—মধ্যে; **শোচন্তীম্**—বিলাপকারী; **বৃকানাম্**—নেকড়েদের; **হরিণীম্**—এক হরিণী; **ইব**—সদৃশ; **সান্ত্বয়িষ্যতি**—তিনি সান্ত্বনা প্রদান করবেন; **মাম্**—আমাকে; **বাক্যৈঃ**—তাঁর বাক্য দ্বারা; **পিতৃ**—তাঁদের পিতার; **হীনান্**—বঞ্চিত; **চ**—এবং; **বালকান্**—বালকদের।

অনুবাদ

নেকড়েদের মাঝে এক হরিণীর মতো আমার শত্রুদের মধ্যে আমি যে যন্ত্রণা ভোগ করছি, এখন কৃষ্ণ আমাকে ও আমার পিতৃহীন পুত্রদের তাঁর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদানের জন্য আসবেন কি?

শ্লোক ১১

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন ।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—মহাযোগী; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে জগতের পরমাত্মা; **বিশ্ব-ভাবন**—হে জগতের রক্ষক; **প্রপন্নাম্**—এই আশ্রিতাকে; **পাহি**—দয়া করে রক্ষা কর; **গোবিন্দ**—হে গোবিন্দ; **শিশুভিঃ**—আমার শিশুগণ সহ; **চ**—এবং; **অবসীদতীম্**—আমি ক্লেশে নিমগ্না হচ্ছি।

অনুবাদ

কৃষ্ণ, কৃষ্ণ! হে পরম যোগী! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও রক্ষক! হে গোবিন্দ! দয়া করে আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। আমি এবং আমার পুত্ররা দুর্দশায় সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হচ্ছি।

তাৎপর্য

"যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেন," কুন্তীদেবী ভাবলেন, "তাই অবশ্যই তিনি আমাদের পরিবারকে রক্ষা করতে পারবেন।" *অবসীদতীম্* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, কুন্তীদেবী দুঃখদুর্দশায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; তাই সম্পূর্ণ পরিশ্রান্ত হয়ে তিনি অসহায়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধে তাঁর প্রার্থনায় কুন্তীদেবী স্বীকার করেছেন যে, এই সমস্ত দুর্দশাই প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদ, কারণ সেগুলি সর্বদাই তাঁকে গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হতে বাধ্য করেছে।

শ্লোক ১২

নান্যত্তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্ ।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ ॥ ১২ ॥

ন—না; **অন্যৎ**—অন্য; **তব**—আপনার; **পদ-অম্ভোজাৎ**—পাদপদ্ম ব্যতীত; **পশ্যামি**—আমি দর্শন করি; **শরণম্**—আশ্রয়; **নৃণাম্**—মানুষের জন্য; **বিভ্যতাম্**—ভীতিগ্রস্ত; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **সংসারাৎ**—এবং পুনর্জন্ম; **ঈশ্বরস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আপবর্গিকাৎ**—মোক্ষপ্রদ।

অনুবাদ

পুনর্জন্ম ও মৃত্যুতে ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য, আপনার মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ব্যতীত আমি আর কোনও আশ্রয় দেখি না, কারণ আপনিই পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১৩

নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা ॥ ১৩ ॥

নমঃ—প্রণাম নিবেদন করি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **শুদ্ধায়**—শুদ্ধ; **ব্রহ্মণে**—পরম ব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা; **যোগ**—শুদ্ধ ভক্তির; **ঈশ্বরায়**—নিয়ন্তা; **যোগায়**—সকল জ্ঞানের উৎস; **ত্বাম্**—আপনি; **অহম্**—আমি; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতা**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

পরম শুদ্ধ, পরম ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, যোগেশ্বর ও সকল জ্ঞানের উৎস স্বরূপ হে কৃষ্ণ, আমি আপনাকে প্রণাম নিবেদন করি। আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য আমি উপস্থিত হয়েছি।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী *যোগায়* শব্দটিকে "জ্ঞানের উৎস, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি" এইভাবে অনুবাদ করেছেন। *যোগ* শব্দটিতে সম্পর্ক বা যোগাযোগ বোঝায়, এবং কিছু অর্জন করাও বোঝায়। চেতন আত্মা রূপে *ভক্তির* মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা পরমাত্মার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করি। যেহেতু পরমাত্মাই পরম ব্রহ্ম, তাই তাঁর সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অর্থ সমস্ত কিছুরই শুদ্ধ জ্ঞান। যেমন *মুণ্ডক উপনিষদে* (১/৩) উল্লেখ করা হয়েছে—*কস্মিন্ ভগবোবিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি*—পরম তত্ত্বস্বরূপ ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে, সমস্ত কিছুকেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং সেই সম্পর্কই সকল চিন্ময় জ্ঞানের উৎস। এইভাবে আচার্য শ্রীধর, তাঁর সুচিন্তিত অনুবাদের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় দর্শনতত্ত্বের গভীরতর হৃদয়ঙ্গমে আমাদের উদ্দীপিত করেছেন।

শ্লোক ১৪

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যনুস্মৃত্য স্বজনং কৃষ্ণং চ জগদীশ্বরম্ ।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ ভবতাং প্রপিতামহী ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—যেভাবে এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত; **অনুস্মৃত্য**—স্মরণ করে; **স্ব-জনম্**—তাঁর স্বজনবর্গ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণ;

চ—এবং; জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; ঈশ্বরম্—ভগবান; প্রারুদৎ—তিনি উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করলেন; দুঃখিতা—দুঃখিতা; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); ভবতাম্—আপনার; প্রপিতামহী—প্রপিতামহী।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, এইভাবে তাঁর পরিবারবর্গের ও জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে আপনার প্রপিতামহী কুন্তীদেবী শোকে কাঁদতে থাকলেন।

শ্লোক ১৫

সমদুঃখসুখোঽক্রূরো বিদুরশ্চ মহাযশাঃ ।
সান্ত্বয়ামাসতুঃ কুন্তীং তৎপুত্রোৎপত্তিহেতুভিঃ ॥ ১৫ ॥

সম—সমান (তাঁর সঙ্গে); দুঃখ—দুঃখ; সুখঃ—এবং সুখ; অক্রূরঃ—অক্রূর; বিদুরঃ—বিদুর; চ—এবং; মহা-যশাঃ—মহাযশস্বী; সান্ত্বয়াম্ আসতুঃ—তাঁরা দু'জনেই সান্ত্বনা দিলেন; কুন্তীম্—শ্রীমতী কুন্তীদেবীকে; তৎ—তাঁর; পুত্র—পুত্রদের; উৎপত্তি—জন্মের; হেতুভিঃ—কারণ বর্ণনা দ্বারা।

অনুবাদ

যে অসাধারণ উপায়ে রাণী কুন্তীর পুত্ররা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে, কুন্তীদেবীর সুখ ও দুঃখভাগী অক্রূর এবং মহাযশস্বী বিদুর দুজনেই, তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ও বিদুর রাণী কুন্তীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, স্বর্গের দেবতাদের থেকে তাঁর পুত্রদের জন্ম হয়েছিল আর তাই তাঁরা মরণশীল সাধারণ মানুষদের মতো পরাজিত হবেন না। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ পুণ্যবান এই পরিবারের অনুকূলে এক অসাধারণ জয় অপেক্ষা করেছিল।

শ্লোক ১৬

যাস্যন্ রাজানমভ্যেত্য বিষমং পুত্রলালসম্ ।
অবদৎ সুহৃদাং মধ্যে বন্ধুভিঃ সৌহৃদোদিতম্ ॥ ১৬ ॥

যাস্যন্—গমন কালে; রাজানম্—রাজা (ধৃতরাষ্ট্র); অভ্যেত্য—কাছে গিয়ে; বিষমম্—বিষমদর্শী; পুত্র—তাঁর পুত্রদের প্রতি; লালসম্—একান্ত স্নেহপ্রবণ; অবদৎ—তিনি বললেন; সুহৃদাম্—স্বজনবর্গ; মধ্যে—মধ্যে; বন্ধুভিঃ—শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়বর্গ দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম); সৌহৃদ—সৌহার্দ্যবশতঃ; উদিতম্—যা বলেছিলেন।

অনুবাদ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর পুত্রদের প্রতি একান্ত স্নেহ অনুভব করার ফলে পাণ্ডবদের প্রতি অন্যায় আচরণ করতেন। অক্রূর বিদায়ের ঠিক আগে, যখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁর বন্ধুবর্গ এবং সমর্থকদের নিয়ে বসেছিলেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি সৌজন্যবশত যে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করলেন।

শ্লোক ১৭

অক্রূর উবাচ

ভো ভো বৈচিত্রবীর্য ত্বং কুরূণাং কীর্তিবর্ধন ।
ভ্রাতর্যুপরতে পাণ্ডাবধুনাসনমাস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

অক্রূরঃ উবাচ—অক্রূর বললেন; **ভোঃ ভোঃ**—হে আমার প্রিয়, আমার প্রিয়; **বৈচিত্রবীর্য**—বিচিত্রবীর্যের পুত্র; **ত্বম্**—আপনি; **কুরূণাম্**—কুরুগণের; **কীর্তি**—কীর্তি; **বর্ধন**—হে বর্ধনকারী; **ভ্রাতরি**—আপনার ভ্রাতা; **উপরতে**—পরলোক গমন করায়; **পাণ্ডৌ**—মহারাজ পাণ্ডু; **অধুনা**—এখন; **আসনম্**—সিংহাসন; **আস্থিতঃ**—আরোহণ করেছেন।

অনুবাদ

অক্রূর বললেন—হে আমার প্রিয় বিচিত্রবীর্যের পুত্র, হে কুরুগণের কীর্তি বর্ধনকারী, আপনার ভ্রাতা পাণ্ডু পরলোক গমন করলে, আপনি এখন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ব্যঙ্গাত্মকভাবে কথা বলছিলেন, কারণ পাণ্ডুর বালক পুত্রদেরই প্রকৃতপক্ষে সিংহাসন অধিকার করা উচিত ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎক্ষণাৎ শাসন করার জন্য তাঁরা নিতান্ত শিশু ছিলেন এবং তাই তা ধৃতরাষ্ট্রের প্রযত্নে রাখা ছিল, কিন্তু এখন যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং তাঁদের সঙ্গত অধিকার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

শ্লোক ১৮

ধর্মেণ পালয়ন্নুর্বীং প্রজাঃ শীলেন রঞ্জয়ন্ ।
বর্তমানঃ সমঃ স্বেষু শ্রেয়ঃ কীর্তিমবাপ্স্যসি ॥ ১৮ ॥

ধর্মেণ—ধর্মানুসারে; **পালয়ন্**—পালন; **উর্বীম্**—পৃথিবী; **প্রজাঃ**—প্রজা; **শীলেন**—সৎ-চরিত্র দ্বারা; **রঞ্জয়ন্**—আনন্দ বিধান করে; **বর্তমানঃ**—স্থিত হয়ে; **সমঃ**—সমভাবে বিন্যস্ত; **স্বেষু**—আপনার আত্মীয়গণের প্রতি; **শ্রেয়ঃ**—কল্যাণ; **কীর্তিম্**—কীর্তি; **অবাপ্স্যসি**—প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

ধর্মানুসারে পৃথিবীকে পালন, সৎ চরিত্র দ্বারা আপনার প্রজাগণের আনন্দ বিধান এবং সকল আত্মীয়বর্গের প্রতি সমভাবে আচরণ করার মাধ্যমে আপনি নিশ্চিতভাবে সাফল্য ও কীর্তি অর্জন করবেন।

তাৎপর্য

অক্রূর ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন যে, যদিও তিনি অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তবু এখন যদি তিনি ধর্ম নীতি অনুসারে শাসন করেন এবং সঠিক আচরণ করেন, তবে তিনি সফল হতে পারবেন।

শ্লোক ১৯

অন্যথা ত্বাচরন্ লোকে গর্হিতো যাস্যসে তমঃ ।
তস্মাৎ সমত্বে বর্তস্ব পাণ্ডবেষ্বাত্মজেষু চ ॥ ১৯ ॥

অন্যথা—অন্যথা; **তু**—অধিকন্তু; **আচরন্**—আচরণ; **লোকে**—এই জগতে; **গর্হিতঃ**—নিন্দিত; **যাস্যসে**—আপনি লাভ করবেন; **তমঃ**—অন্ধকার; **তস্মাৎ**—সুতরাং; **সমত্বে**—সমদর্শী; **বর্তস্ব**—হউন; **পাণ্ডবেষু**—পাণ্ডবদের প্রতি; **আত্ম-জেষু**—আপনার পুত্রদের প্রতি; **চ**—এবং।

অনুবাদ

আপনি যদি এর অন্যথা করেন, তাহলে অবশ্যই এই জগতের মানুষ আপনাকে নিন্দা করবে এবং পরবর্তী জীবনে আপনি নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করবেন। সুতরাং আপনার নিজের এবং পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি সমদর্শী হউন।

তাৎপর্য

ধৃতরাষ্ট্রের সামগ্রিক সমস্যাটি ছিল তাঁর অসৎ পুত্রদের প্রতি তাঁর অতিরিক্ত আসক্তি। সেটিই ছিল মারাত্মক ত্রুটি যা তাঁর পতনের কারণ হয়েছিল। চারদিক থেকে সৎ উপদেশের কোনও অভাব ছিল না এবং ধৃতরাষ্ট্রও স্বীকার করেছেন যে, উপদেশটি সঙ্গত ছিল, কিন্তু তিনি তা অনুসরণ করতে পারেননি। যখন মন ও প্রাণ শুদ্ধ হয়, তখনই মানুষ স্বচ্ছ, বাস্তব বুদ্ধি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২০

নেহ চাত্যন্তসংবাসঃ কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ ॥ ২০ ॥

ন—না; **ইহ**—এই জগতে; **চ**—এবং; **অত্যন্ত**—চিরস্থায়ী; **সংবাসঃ**—সঙ্গ (একত্রে বাস করা); **কস্যচিৎ**—কারোর; **কেনচিৎ সহ**—কারও সঙ্গে; **রাজন্**—হে রাজন; **স্বেন**—কারও নিজের সঙ্গে; **অপি**—ও; **দেহেন**—দেহ নিয়ে; **কিম্ উ**—তা হলে আর কি বলার; **জায়া**—স্ত্রীর সঙ্গে; **আত্ম-জ**—পুত্র; **আদিভিঃ**—প্রভৃতি।

অনুবাদ

হে রাজন, এই জগতে কারও সঙ্গে কারও চিরস্থায়ী সম্পর্ক নেই। এমন কি আমাদের দেহটিকে নিয়েও আমরা চিরদিন থাকতে পারি না, আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্যদের কথা আর বলার কী আছে।

শ্লোক ২১

একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে ।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২১ ॥

একঃ—একাকী; **প্রসূয়তে**—জন্ম গ্রহণ করে; **জন্তুঃ**—জীব; **একঃ**—একাকী; **এব**—ও; **প্রলীয়তে**—মৃত্যু বরণ করে; **একঃ**—একাকী; **অনুভুঙ্‌ক্তে**—প্রাপ্য ভোগ করে; **সুকৃতম্**—তার সৎ কর্মফল; **একঃ**—একাকী; **এব চ**—এবং নিশ্চিতরূপে; **দুষ্কৃতম্**—অসৎ কর্মফল।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবই একাকী জন্মগ্রহণ করে আর একাকীই মৃত্যু বরণ করে, এবং মানুষ নিজেই তার সকল সৎ ও অসৎ কর্মের ফলাফল ভোগ করে।

তাৎপর্য

এখানে *অনুভুঙ্‌ক্তে* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভুঙ্‌ক্তে অর্থ 'জীবের প্রাপ্য ভোগ করা' এবং *অনু* অর্থ 'পরবর্তী' বা 'পূর্বাপর ক্রম অনুসারে'। পরোক্ষভাবে, আমাদের সকল কাজেরই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা সুখ আর দুঃখ ভোগ করে থাকি। আমরা যা করি, তার জন্য আমরাই দায়ী। ধৃতরাষ্ট্র তার হঠকারী আচরণের জন্য যে তাকে একাই দুর্দশা ভোগ করতে হবে, তা ভুলে গিয়ে ভ্রান্তিবশত মোহগ্রস্ত হয়ে তার দুর্বিনীত পুত্রদের প্রতি আসক্ত হয়েই থাকত।

শ্লোক ২২

অধর্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ ॥ ২২ ॥

অধর্ম—অধার্মিক উপায়ে; **উপচিতম্**—উপার্জিত; **বিত্তম্**—বিত্ত; **হরন্তি**—হরণ করে; **অন্যে**—অন্য ব্যক্তিগণ; **অল্প-মেধসঃ**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন কারও; **সম্ভোজনীয়**—সম্ভোগের প্রয়োজনে; **অপদেশৈঃ**—মিথ্যা পরিচয়ে; **জলানি**—জল দ্বারা; **ইব**—মতো; **জল-ওকসঃ**—জলে বাসকারীর।

অনুবাদ

যে-জল মাছকে বাঁচিয়ে রাখে, সেই জলই যেমন মাছের সন্তানেরা পান করে, তেমনই অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও অধর্মের পথে যা কিছু অর্জন করে, সেই সমস্ত সম্পদই প্রিয় পোষ্যগণের ছদ্মরূপে নবাগতেরাই হরণ করে নেয়।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষ মনে করে, তাদের সম্পদ না থাকলে তারা বাঁচতে পারবে না, যদিও মানুষের সম্পদ-সম্পত্তির অধিকার নিতান্তই পরিবেশনির্ভর এবং অনিত্য। সম্পদ-সম্পত্তি যেমন সাধারণ মানুষকে সঞ্জীবিত করে, তেমনই জল মাছের প্রাণরক্ষা করে। মানুষেরও প্রিয় পোষ্যজনেরা তেমনই তার সমস্ত বিত্ত হরণ করে নেয়, যেমন মাছের সন্তানেরা বেঁচে থাকার তাগিদেই জলে বাস করেও সেই জলই খেয়ে নেয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথায় তাই এই জগৎ 'এক অদ্ভুত রহস্যময় বাসস্থান।'

শ্লোক ২৩

পুষ্ণাতি যানধর্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্ ।
তেঽকৃতার্থং প্রহিণ্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পুষ্ণাতি—প্রতিপালন করে; **যান**—যে বস্তুর; **অধর্মেণ**—পাপ কর্মের দ্বারা; **স্ব-বুদ্ধ্যা**—তাদের নিজের মনে করে; **তম্**—তাকে; **অপণ্ডিতম্**—অশিক্ষিত; **তে**—তারা; **অকৃত-অর্থম্**—তার উদ্দেশ্যসমূহকে হতাশ করে; **প্রহিণ্বন্তি**—পরিত্যাগ করে; **প্রাণাঃ**—প্রাণবায়ু; **রায়ঃ**—সম্পদ; **সুত-আদয়ঃ**—পুত্র ও অন্যান্যদের।

অনুবাদ

মূর্খ মানুষ তার জীবন, সম্পদ, সন্তানাদি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন পালন করার জন্য পাপের প্রশ্রয় দেয়, কারণ সে মনে করে, "এই সমস্ত কিছুই আমার।" পরিশেষে, অবশ্য, সেই সবই তাকে হতাশ করে চলে যায়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকগুলিতে অক্রূর বেশ স্পষ্টভাষায় ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ প্রদান করছেন। যাঁরা *মহাভারতের* কাহিনী জানেন, তাঁরা বুঝবেন—এই উপদেশগুলি কত সঙ্গত ও ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ এবং এই উপদেশ গ্রহণ না করার ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে কতখানি কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। যদিও মানুষ দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে তার সম্পদ সম্পত্তি আঁকড়ে থাকে, তবু পরিশেষে সব কিছুই তার হারিয়ে যায় এবং জন্ম ও মৃত্যুর চক্র এইভাবে ভ্রমাত্মক জীবকে দ্রুত গ্রাস করে।

শ্লোক ২৪

স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্মবিমুখস্তমঃ ॥ ২৪ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **কিল্বিষম্**—পাপ কর্মফল; **আদায়**—গ্রহণের দ্বারা; **তৈঃ**—তারা; **ত্যক্তঃ**—পরিত্যক্ত; **ন**—না; **অর্থ**—তার জীবনের উদ্দেশ্য; **কোবিদঃ**—যথাযথরূপে জ্ঞাত হয়ে; **অসিদ্ধ**—অপূর্ণ; **অর্থঃ**—লক্ষ্যসমূহ; **বিশতি**—প্রবেশ করে; **অন্ধম্**—অন্ধ; **স্ব**—তার নিজের; **ধর্ম**—ধর্ম; **বিমুখঃ**—বিমুখ; **তমঃ**—অন্ধকার (নরকের)।

অনুবাদ

আপাতদৃষ্ট পোষ্যদের কাছে পরিত্যক্ত হয়ে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অজ্ঞ, যথার্থ কর্তব্যে বিমুখ, এবং উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ মূর্খ জীব তার পাপময় কর্মফলের বোঝা নিয়ে নরকের অন্ধকারে প্রবেশ করে।

তাৎপর্য

যে সব বস্তুবাদী মানুষ কঠিন অধ্যবসায় নিয়ে ভবিষ্যতের সংস্থান, নিরাপত্তাবিধান, সম্পদ-সম্পত্তি আর পরিবার-পরিজন গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করছে, তারা অবশেষে তাদের পাপের কষ্টকর ফলভারে জর্জরিত হয়ে নরকের অন্ধকারেই প্রবেশ করে, সেটা এক নিদারুণ বিড়ম্বনামাত্র। অথচ, যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় পারমার্থিক জীবন চর্চা করেন, তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে বিপুল সম্পত্তি, বিশাল পরিবার-পরিজন ইত্যাদি আয়ত্ত করা তুচ্ছজ্ঞান করেন, তাঁরাই বহু অপ্রাকৃত সম্পদে পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পরজন্মে নবজীবন লাভ করেন এবং তারফলে আত্মার পরমানন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৫

তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্ ।
বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো ॥ ২৫ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **লোকম্**—জগৎ; **ইমম্**—এই; **রাজন্**—হে রাজন; **স্বপ্ন**—স্বপ্নরূপে; **মায়া**—ইন্দ্রজাল; **মনঃ-রথম্**—মনের কল্পনা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **আয়ম্য**—নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এসে; **আত্মনা**—বুদ্ধির দ্বারা; **আত্মানম্**—মন; **সমঃ**—সম; **শান্তঃ**—শান্ত; **ভব**—হউন; **প্রভো**—আমার প্রিয় প্রভু।

অনুবাদ

সুতরাং, হে রাজন, এই জগতকে স্বপ্ন, মায়া বা অস্থির হৃদয়ের কল্পনা জ্ঞান করে বুদ্ধির দ্বারা আপনার মনকে নিয়ন্ত্রণ করুন এবং হে প্রভু, শান্ত ও সমদর্শী হউন।

শ্লোক ২৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

যথা বদতি কল্যাণীং বাচং দানপতে ভবান্ ।
তথানয়া ন তৃপ্যামি মর্ত্যঃ প্রাপ্য যথামৃতম্ ॥ ২৬ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ উবাচ—ধৃতরাষ্ট্র বললেন; **যথা**—যথা; **বদতি**—বলেছেন; **কল্যাণীম্**—মঙ্গলময়; **বাচম্**—বাক্য; **দান**—দানের; **পতে**—হে প্রভু; **ভবান্**—আপনি; **তথা**—তেমন; **অনয়া**—এর দ্বারা; **ন তৃপ্যামি**—আমি তৃপ্ত নই; **মর্ত্যঃ**—একজন মানুষ; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়; **যথা**—যেরূপ; **অমৃতম্**—অমৃত।

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্র বললেন—হে অক্রূর, আপনি যেভাবে মঙ্গলময় কথা বলছেন, মানুষ অমৃত লাভে যেমন কখনই তৃপ্তির সীমা অতিক্রম করতে পারে না, তেমনই আমিও আপনার কথায় সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করতে পারছি না।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ধৃতরাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে অহংকারী ছিলেন এবং মনে করতেন যে, অক্রূর যা কিছু বলেছিলেন তার সমস্ত কিছুই তিনি ইতিমধ্যে জানতেন, কিন্তু কুটনীতিক গাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য তিনি সাধুসুলভ ভদ্রলোকের মতো কথা বলেছিলেন।

শ্লোক ২৭

তথাপি সূনৃতা সৌম্য হৃদি ন স্থীয়তে চলে ।
পুত্রানুরাগবিষমে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ॥ ২৭ ॥

তথা অপি—তবুও; **সূনৃতা**—সুমধুর বাক্য; **সৌম্য**—হে সৌম্য; **হৃদি**—আমার হৃদয়ে; **ন স্থীয়তে**—স্থির থাকছে না; **চলে**—অস্থির; **পুত্র**—আমার পুত্রদের জন্য; **অনুরাগ**—অনুরাগ দ্বারা; **বিষমে**—বিষম; **বিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎ; **সৌদামনী**—মেঘের মধ্যে; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

হে সৌম্য অক্রূর, আপনার এই সমস্ত সুমধুর বাক্য খুবই কল্যাণকর হলেও, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ যেমন স্থির থাকতে পারে না, তেমনই পুত্রস্নেহবশত বিষমভাবাপন্ন আমার চঞ্চল হৃদয়ে এই সব উপদেশ স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

শ্লোক ২৮

ঈশ্বরস্য বিধিং কো নু বিধুনোত্যন্যথা পুমান্ ।
ভূমের্ভারাবতারায় যোঽবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ২৮ ॥

ঈশ্বরস্য—ভগবানের; **বিধিম্**—বিধান; **কঃ**—কে; **নু**—মোটেই; **বিধুনোতি**—লঙ্ঘন করতে পারে; **অন্যথা**—অন্যথা; **পুমান্**—পুরুষ; **ভূমেঃ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **অবতারায়**—হ্রাস করার জন্য; **যঃ**—যিনি; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়েছেন; **যদোঃ**—যদুর; **কুলে**—পরিবারে।

অনুবাদ

যিনি ভূভার হরণের জন্য এখন যদুকুলে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানের বিধান কে লঙ্ঘন করতে পারে?

তাৎপর্য

স্বাভাবিকভাবেই আমরা ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, "আপনি যদি এই সমস্ত কিছু জানেন, তা হলে কেন যথাযথ আচরণ করছেন না?" অবশ্য, ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তাধারা ছিল ঠিক এইরকম—তিনি বুঝেছেন যে, সব কিছু ঘটতে শুরু হয়ে গেছে, তাই তা পরিবর্তন করতে তিনি অপারগ। প্রকৃতপক্ষে তার আসক্তি ও পাপাচারী মনোভাবের ফলেই ঘটনাস্রোত ঐভাবে বইতে শুরু হয়েছে এবং তাই, তার নিজের আচরণের দায়িত্ব স্বীকার করা উচিত। শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৫) উল্লেখ করেছেন—*নাদত্তে কস্যচিৎ পাপম্*—"পরমেশ্বর ভগবান কারো পাপ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না।" আমাদের 'অদৃষ্ট' বা 'ভাগ্যে'র জন্যই আমরা যথাযথ আচরণ করছি না, এই ধরনের দাবী করার পন্থাটি বিপজ্জনক। আমাদের ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের ও আমাদের সঙ্গীদের জন্য মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা উচিত।

অবশেষে, মানুষ তর্ক করতে পারে যে, যতই হোক, ধৃতরাষ্ট্র ভগবানের লীলায় যুক্ত এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিত্য পার্ষদ। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, ভগবানের লীলাসমূহ কেবল মনোরঞ্জক তা নয়, বরং শিক্ষাপ্রদত্ত এবং এখানে যে শিক্ষাটি পাচ্ছি তা হল, ধৃতরাষ্ট্রের যথাযথ আচরণ করা উচিত ছিল। এই বিষয়টিই ভগবান শিক্ষা দান করতে চেয়েছেন। ধৃতরাষ্ট্র দাবী করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে ভূভার হরণ করতে এসেছিলেন, কিন্তু স্পষ্টভাবে পৃথিবীর অধিবাসীদের অন্যায় আচরণই পৃথিবীর ভার। তাই, ভগবান এখানে আমাদের মঙ্গলের জন্য যে শিক্ষা ও নির্দেশ প্রদান করতে চেয়েছেন, আমরা যেন তা গ্রহণ করি।

শ্লোক ২৯

যো দুর্বিমর্শপথয়া নিজমায়য়েদং
সৃষ্ট্বা গুণান্ বিভজতে তদনুপ্রবিষ্টঃ ।
তস্মৈ নমো দুরববোধবিহারতন্ত্র-
সংসারচক্রগতয়ে পরমেশ্বরায় ॥ ২৯ ॥

যঃ—যিনি; **দুর্বিমর্শ**—অচিন্তনীয়; **পথয়া**—মার্গ; **নিজ**—তাঁর আপন; **মায়য়া**—মায়াশক্তির দ্বারা; **ইদম্**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃষ্ট্বা**—সৃষ্টি করছেন; **গুণান্**—তার গুণসমূহ; **বিভজতে**—তিনি বিতরণ করেন; **তৎ**—তার মধ্যে; **অনুপ্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **দুরববোধ**—দুর্জ্ঞেয়; **বিহার**—যাঁর লীলাসমূহের; **তন্ত্র**—তাৎপর্য; **সংসার**—জন্ম ও মৃত্যুর; **চক্র**—চক্র; **গতয়ে**—এবং মোক্ষ (যাঁর কাছ থেকে লাভ হয়); **পরম-ঈশ্বরায়**—পরম নিয়ন্তাকে।

অনুবাদ

যিনি তাঁর অচিন্তনীয় মায়া শক্তির ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করছেন এবং পরে সেই সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণাবলী বিতরণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। যাঁর লীলার অর্থ দুর্জ্ঞেয়, তাঁর কাছ থেকেই, জন্ম ও মৃত্যু চক্রের বন্ধন ও তা থেকে মুক্তির পন্থা, উভয়ই আমাদের লাভ হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

সকলেই বলে থাকেন যে, ধৃতরাষ্ট্র একজন সাধারণ ব্যক্তি নন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের একজন পার্ষদ। অবশ্যই কোনও সাধারণ মানুষ ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন একটি জ্ঞানগর্ভ স্তব নিবেদন করতে পারতেন না।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যভিপ্রেত্য নৃপতেরভিপ্রায়ং স যাদবঃ ।
সুহৃদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতঃ পুনর্যদুপুরীমগাৎ ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অভিপ্রেত্য**—নিশ্চিত হয়ে; **নৃপতেঃ**—রাজার; **অভিপ্রায়ম্**—মানসিকতা; **সঃ**—তিনি; **যাদবঃ**—রাজা যদুর বংশধর অক্রূর; **সুহৃদ্ভিঃ**—তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা; **সমনুজ্ঞাতঃ**—বিদায়ের অনুমতি প্রদান; **পুনঃ**—পুনরায়; **যদুপুরীম্**—যদুবংশের নগরীতে; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে তিনি নিজে রাজার মনোভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে যাদব অক্রূর, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় ও স্বজনবর্গের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে যাদবগণের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ৩১

শশংস রাম-কৃষ্ণাভ্যাং ধৃতরাষ্ট্রবিচেষ্টিতম্ ।
পাণ্ডবান্ প্রতি কৌরব্য যদর্থং প্রেষিতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥

শশংস—তিনি বর্ণনা করলেন; **রাম-কৃষ্ণাভ্যাম্**—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের কাছে; **ধৃতরাষ্ট্র-বিচেষ্টিতম্**—রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আচরণ; **পাণ্ডবান্ প্রতি**—পাণ্ডুর পুত্রদের প্রতি; **কৌরব্য**—হে কুরু বংশধর (পরীক্ষিৎ); **যৎ**—যাঁর; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত হয়েছিলেন; **স্বয়ম্**—স্বয়ং।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্র কিরকম আচরণ করছিলেন শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট অক্রূর তা বর্ণনা করলেন। হে কুরুবংশজ, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এইভাবে তিনি সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'অক্রূরের হস্তিনাপুর গমন' নামক একোনপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।